দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 21.1.1983 ...
পৃষ্ঠা ... 5 ... কলাম ... 1 ...

083

সংবাদ

ঢাকা : শুক্রবার, ৩রা কার্তিক, ১৩৯০

শূন্য অগ্রগতি

পাঁচ বছরে দু'হাজার নতুন স্কুল তৈরীর কথা থাকলেও গত তিন বছরে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্পের অধীনে একটি স্কুলও তৈরী হয়নি। অগ্রগতির এ শূন্য হার প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার চিত্র থেকে এর সামগ্রিক অবস্থাটা আঁচ করা চলে। প্রতিবেদনে প্রকাশ, তিনশ' পঁয়তাল্লিশ কোটি টাকা ব্যয়ের এ কর্মসূচীর মধ্যে গত তিন বছরে স্কুল মেরামতের ক্ষেত্রে অগ্রগতি হয়েছে বাকি লক্ষ্যমাত্রার শতকরা মাত্র ২৮ ভাগ, শ্রেণীকক্ষ নির্মাণে শতকরা ২২ ভাগ, নলকূপ স্থাপনে শতকরা ২১ ভাগ এবং টয়লেট নির্মাণে শতকরা ২১ ভাগ। এসব ক্ষেত্রে তিন বছরেই অগ্রগতি যেখানে এইটুকু বাকী দু'বছরে আর যে কতটুকু হবে তা বুঝতে কি কষ্ট হয়? সামগ্রিকভাবেই এ কর্মসূচীর এক-তৃতীয়াংশ অর্জিত হয়নি তিন বছরে। সুতরাং বাকী দু'বছরে বর্তমান অবস্থার ভেতরে যা-ই হোক লক্ষ্যমাত্রা পুরো অর্জন যে সম্ভব হবে না সেটা এক রকম নিশ্চিত করেই বলা যায়।

প্রকল্পের ব্যবস্থাপনায় দুর্বলতা, অর্থ পেতে দেরী, তদারকির অভাব ও নিম্ন পর্যায়ে দুর্নীতি এগুলোতে প্রধান ত্রুটি বলে বাস্তবায়ন মনিটরিং ও মূল্যায়ন বিভাগের প্রতিবেদনে উল্লিখিত হয়েছে। ৩৪৫ কোটি টাকা বরাদ্দের পরেও কাজের এক-তৃতীয়াংশ না হওয়ার পেছনে ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা একটা বড় কারণ।

উপযুক্ত ব্যবস্থাপনার অভাবে অতীতে নির্মাণের জন্যে বরাদ্দকৃত টাকা অনেক ক্ষেত্রে ফেরত যেতে দেখা গেছে। টাকা পাওয়াতে দেরী অবশ্য কম বড় সমস্যা নয়। বিশেষ করে নির্মাণ কাজে তা স্বাভাবিকভাবে অচলাবস্থার সৃষ্টি করছে। প্রকল্প নিয়ে সময়মত অর্থ না পাওয়া গেলে তা কেবল বাস্তবায়নকে বিলম্বিতই করে না, অনেক সময় পুরো প্রকল্পের ভাগ্যই অনিশ্চিত করে তোলে। প্রকল্প বাস্তবায়নে নিম্ন পর্যায়ে দুর্নীতির কথা নতুন করে ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। আর এসব ত্রুটি যে নতুন করে চিহ্নিত হচ্ছে এমনও নয়। কিন্তু তা এড়ানো সম্ভব হয়নি, এটাই বাস্তব সত্য। গলদ যদি গোড়াতেই থেকে থাকে তবে মাঝখানের ত্রুটি শোধরানোর সুযোগ আর থাকে না। খেয়াল তাই সে দিকটায় বেশী দেয়া দরকার।

প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি, পরিকল্পনা এ যাবৎ কম হয়নি। কিন্তু সুষ্ঠু ও সঠিক লক্ষ্যের অভাবে আয়োজন যথেষ্ট দেখা গেলেও অগ্রগতি এ যাবৎ কমই দেখা গেছে। উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হলেও প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রটি স্থবিরতা কাটিয়ে বেশীদূর এগোতে পারেনি। তিরিশ বছরে শিক্ষার হার মাত্র দু'শতাংশের মত বৃদ্ধি থেকেই প্রাথমিক শিক্ষায় অগ্রগতির সাধারণ হাল বোঝা যায়। কিছুদিন আগে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, '৭৮ সালের তুলনায় '৮১ সালে প্রাথমিক স্কুলগুলোতে ছাত্র ভর্তির হার শতকরা ১২ ভাগ কমেছে। বর্তমানে স্কুলবয়সী শিশুদের শতকরা ৫৬ জন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয় এবং এদের মধ্যে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ার সময়েই শতকরা ৮০ ভাগ স্কুল ছেড়ে দেয়। এর মূলে যে ত্রুটি রয়েছে তা দূর না করে শুধু নতুন স্কুল বা পুরানোটা সংস্কার করেইবা লাভ কতটা হবে?

প্রাথমিক শিক্ষাকে যে দৃষ্টিকোণ থেকে এ যাবৎ দেখে আসা হয়েছে, তা দিয়ে শিক্ষার বাস্তব ক্ষেত্রে অগ্রগতি কতটা সম্ভব সেটাই বড় প্রশ্ন। বিদ্যালয় ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে অগ্রগতির শূন্য হারের পেছনে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর ভূমিকা কি মোটেই নেই?

নিরক্ষরতার অভিশাপ মোচনের লক্ষ্যে এযাবৎ সরকারী উদ্যোগ কম নজরে আসেনি। এ লক্ষ্যে অতীতে 'বিপ্লব'-এর কর্মসূচীও দেখা গেছে, অর্থ ব্যয় ও প্রচারও অনেক হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে উন্নতি সামান্যই। প্রাথমিক শিক্ষাকে গুরুত্ব দিয়ে বর্তমানে সার্বজনীন শিক্ষার কর্মসূচী রয়েছে। '৮৫ সালের মধ্যে শিক্ষার হার ৫০ শতাংশ করার কথাও বলা হচ্ছে। প্রাথমিক শিক্ষার ওপর বেশী গুরুত্ব দেয়া নিঃসন্দেহে বাস্তবসম্মত। কিন্তু সেটা কিভাবে অর্জন সম্ভব? পদ্ধতির ওপরই নির্ভর করবে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সাফল্য। শিশু শিক্ষাকে উপেক্ষা করে বয়স্ক শিক্ষার মাধ্যমে নিরক্ষরতা মোচনের কার্যক্রম যে বাস্তব ফল দিতে সক্ষম নয় তা এরই মধ্যে প্রমাণিত হয়েছে। সেক্ষেত্রে নিরক্ষরতা দূরের পূর্ণাঙ্গ কার্যক্রম ও তার সফল বাস্তবায়নই পারে সমাজকে সামগ্রিকভাবে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্তি দিতে। শিক্ষাকে সেই প্রাথমিক পর্যায়ে বাধ্যতামূলক ব্যবস্থার ভেতর গড়ে তোলা না গেলে সেক্ষেত্রে সত্যিকার সাফল্য কতটুকু সম্ভব হবে সেটা বিশেষভাবে ভেবে দেখা দরকার। নতুন স্কুল তৈরীর ক্ষেত্রে অগ্রগতির শূন্যহার সেকথা আবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে।